ফোন: (০৩৩) ২৬৫৪ ১১৪৪, ১১৮০, ৫৭০২, ৫৭০৩
ই-মেল: mail@rkmm.org
ওয়েবসাইট : www.belurmath.org

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
(প্রধান কার্যালয়)
বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১ ২০২

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নতুন অধ্যক্ষ মহারাজ

১৭ জুলাই ২০১৭-তে রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সভায় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজকে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) হিসেবে নির্বাচন করা হল। তিনি হলেন এই সঙ্ঘের ষোড়শ অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট)।

১৯২৯ সালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আন্দামি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন স্মরণানন্দজী মহারাজ। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন খুব অধ্যয়নপরায়ণ আর গভীর মননশীল মানুষ।

কুড়ি বছর বয়সে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুম্বাই শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৫২ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি মুম্বাই আশ্রমে যোগদান করেন, গ্রহণ করেন সাধুজীবন। ওই বছরেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে শঙ্করানন্দজীর কাছ থেকেই ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হন এবং সন্ন্যাসব্রত পান ১৯৬০ সালে। নাম হয় 'স্বামী স্মরণানন্দ'।

১৯৫৮-তে তিনি মুম্বাই আশ্রম থেকে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখাকেন্দ্রে প্রেরিত হন। দীর্ঘ আঠার বছর তিনি এই আশ্রমের মায়াবতী এবং কলকাতা উভয় কেন্দ্রে কাজ করেছেন। কয়েক বছরের জন্যে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ইংরাজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সহ-সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশনার মানোন্নয়নের জন্যে পূজনীয় মহারাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে পরিশ্রম করেছিলেন। এই কাজ অনেকের প্রশংসাও অর্জন করেছিল।

১৯৭৬-এ তিনি বেলুড় মঠের পাশেই রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে প্রেরিত হন। এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর দীর্ঘ ১৫ বছরের অবস্থানকালে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের নানা দিকে প্রভূত উন্নতি করে। ১৯৭৮-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার সময়ে তিনি তাঁর সহকারী সাধুভাইদের নিয়ে বিপুল পরিমাণ ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৯১-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি চেন্নাইয়ের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রেরিত হন।

ইতিমধ্যে ১৯৮৩-তে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৫-এর এপ্রিল মাসে তিনি বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং এর দুবছর পরে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৭-এর মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহকে নেতৃত্বদান করেন। ২০০৭-এর মে মাসে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন।

সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি সারা ভারত ও বিশ্বের নানা প্রান্ত পরিভ্রমণ করে সেইসব অঞ্চলের রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের শাখাকেন্দ্র আর অননুমোদিত কিন্তু সহযোগী কেন্দ্রগুলিকে দর্শন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বেদান্তের বাণী এক বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন। বহু অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু মানুষকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

(স্বামী সুবীরানন্দ)
সাধারণ সম্পাদক

তাং ১৭.০৭.২০১৭